দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৩/১০/২০২২ (পৃঃ ০১,০৬)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ভিডিও কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার অনুষ্ঠানে অংশ নেন —পিআইডি

দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় সেজন্য যা পারেন উৎপাদন করুন

---------- প্রধানমন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'দীর্ঘস্থায়ী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, স্যাংশন এবং চলমান কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশ যাতে কখনোই দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যে অপ্রতুলতার মতো কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি না হয়, সেজন্য যে যা পারেন উৎপাদন করুন। এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। এক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতার ব্যবস্থা করছি।'

গতকাল বুধবার সকালে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মাটি ও মানুষ আছে। তাই এখন থেকেই আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে, বাংলাদেশ যাতে কখনো দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যসংকটে না পড়ে। আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াব।'

বিশ্ববাজারে প্রতিটি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিবহন ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী তার সাম্প্রতিক যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, 'আমি সবার মুখে শুনেছি, আগামী বছর দুর্ভিক্ষ হতে পারে।' যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে—উল্লেখ করে জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে যুদ্ধ বন্ধ করার উদাত্ত আহ্বানের পাশাপাশি শিশুদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষার পাশাপাশি উন্নত জীবন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বানের কথাও অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেন পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দুর্ভিক্ষ যাতে না হয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি মনে করেন না যে, যুদ্ধ এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ অস্ত্র বিক্রির কারণে যুদ্ধ চালিয়ে রাখতে পারলে কিছু দেশ লাভবান হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে শারমিন আক্তার বিজয়ীদের পক্ষে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সমবায় উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক চাষ, বনায়ন, গবাদি পশু পালন এবং মাছ চাষে অবদানের জন্য ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬ বিতরণ করেন। নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি স্বর্ণ, ২৫টি ব্রোঞ্জ ও ১৬টি রৌপ্য পদক বিতরণ করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের ডিজেল, এলএনজি, সার, ভোজ্য তেল, গমসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানির বাস্তবতা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি অনুরোধ করব, 'আমাদের নিজেদের পণ্য উৎপাদন যেমন বাড়াতে হবে, পাশাপাশি আমরা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু উদ্যোগ নিয়েছি এবং জাতিসংঘের নেতৃত্বে আমরা এখন কিনে আনতে পারব।' তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, 'কানাডা থেকে যাতে আমরা গম ও সার আনতে পারি, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাশিয়া অথবা ইউক্রেন ও বেলারুশ থেকে আমরা সব পণ্য এখন আনতে পারব। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে রয়েছি বলে এটা করতে পারছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পণ্যের দাম যেমন বেড়েছে, পরিবহনের খরচও কিন্তু অতিরিক্ত বেড়েছে। তার পরও কৃষকদের ভর্তুকি কিন্তু আমরা অব্যাহত রেখেছি। কারণ আমার দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা আমাদের পূরণ করতে হবে। সেদিকে লক্ষ রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা কখনো আমদানিনির্ভর হব না। আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াব।'

দেশীয় বিজ্ঞানীদের জুট জেনোম আবিষ্কারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ করে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারের পাশাপাশি এখন বেসরকারি খাতও এগিয়ে আসছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'পেঁয়াজ উৎপাদনে আমাদের সক্ষমতা থাকলেও সংরক্ষণ করা যেত না বলে একসময় আমরা অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা এটি উৎপাদনে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছি এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছি। এই উৎপাদিত পেঁয়াজ সংরক্ষণেরও যেন ব্যবস্থা হয়, সেদিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছি এবং বেসরকারি খাতকেও আমরা উৎসাহিত করছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শুধু উৎপাদন করলে হবে না, সেগুলো যেন সংরক্ষণ করতে পারি, সেই ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে।' ভোজ্য তেল আমাদের আমদানিনির্ভর হয়ে যাওয়ায় দেশে কীভাবে এর উৎপাদন বাড়ানো যায় সেদিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। অতীতে স্থানীয় পর্যায়ে চিনাবাদামের তেল উৎপাদনেরও উদাহারণ দেন তিনি, যা বর্তমানে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা গবেষণার মাধ্যমে উন্নতমানের সরিষা বীজ পেয়েছি। এছাড়া অন্যান্য যে তেল আন্তর্জাতিকভাবে অনেকে ব্যবহার করে যেমন—সূর্যমুখী, সয়াবিন তা দেশীয়ভাবে উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

যত্রতত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে যেন কৃষিজমি নষ্ট না হয়, সে জন্য সারা দেশে ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (শিল্পাঞ্চল) প্রতিষ্ঠায় সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেখানে আমার একটা লক্ষ্য আছে, যে যে অঞ্চলে আমাদের যেসব কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়, সেই উৎপাদন বৃদ্ধি করে সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করার জন্য সেসব অঞ্চলে আমরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি। ফলে দেশে এগুলোর যেমন ব্যবহার হবে, বিদেশেও রপ্তানি করা যেতে পারে।'

দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি পণ্য সংরক্ষণাগার তৈরির সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটা তৈরি করার জন্য যে ফান্ড লাগবে, সেই ফান্ড আমি দেব।' এজন্য যে ফান্ড দরকার, তা তিনি আলাদা করে রেখেছেন।

সমকাল

তারিখঃ ১৩/১০/২০২২ (পৃঃ ০২)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পেলেন ৪৪ জন

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১০টি ক্যাটাগরিতে ১৪২৫ বঙ্গাব্দের জন্য ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য ২৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় এ পুরস্কার দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গতকাল বুধবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি স্বর্ণপদক, ২৫টি ব্রোঞ্জ ও ১৬টি রৌপ্যপদক বিতরণ করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন– বগুড়ার ডা. মো. রায়হান, পিরোজপুরের বদরুল হায়দার বেপারী, কিশোরগঞ্জের হামিদুল হক, ঝিনাইদহের শারমিন আক্তার, পাবনার দুলাল মৃধা, সাভারের কোঝাদ হোসাইন, রাজশাহীর মনিরুজ্জামান মনির, নুর মোহাম্মদ, পূর্ণিমা বেগম ও শফিকুল ইসলাম; পিরোজপুরের বারেক হাওলাদার, রংপুরের মজিদুল ইসলাম, নওগাঁর গৌতম কুমার সাহা, পাবনার আমিরুল ইসলাম, ঢাকা শেরেবাংলা নগরের মুহাম্মদ রকিবুল আহসান রনি, যশোরের আইয়ুব হোসেন ও নাসরিন সুলতানা; খুলনার হালিমা বেগম, সিলেটের আব্দুল হাই আজাদ বাবলা, মাদারীপুরের সাইফুল ইসলাম, ঝিনাইদহের রফিকুল ইসলাম, খুলনার আবুল হোসেন সরদার, নারায়ণগঞ্জের বাবুল হোসেন ও শফিকুল ইসলাম; ফেনীর মজিবুল হক, দিনাজপুরের মাহবুবার রহমান, ঝিনাইদহের মকবুল হোসেন, সিরাজগঞ্জের সহিদুল ইসলাম, মাহবুবুল ইসলাম ও রোস্তম আলী; খাগড়াছড়ির হ্লাশিং মং চৌধুরী, ময়মনসিংহের গাজী মামুদ, টাঙ্গাইলের রিনা বেগম ও ছানোয়ার হোসেন; নাটোরের মোমরেজ আলী, পাবনার শাহীনুজ্জামান, বান্দরবানের তোও ঘোও ম্রো, মুন্সীগঞ্জের সিরাজ খান, রাঙামাটির আবদুল আউয়াল, গাইবান্ধার শাকিল মিয়া, নড়াইলের তনিমা আফরিন ও দিনাজপুরের রাখী দে। প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে প্যারামাউন্ট এগ্রো লিমিটেড ও ঢাকার নবাবগঞ্জের নিপু ট্রেডার্স পুরস্কার পেয়েছে।

প্রকাশনার ৬০ বছর
Sangbad Online
সংবাদ

তারিখঃ ১৩/১০/২০২২ (পৃঃ ১৬,০২)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পেলো ৪৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কৃষি খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পেয়েছে ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ১০টি ক্যাটাগরিতে ১৪২৫ বঙ্গাব্দে ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য ২৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। গতকাল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দেয়া হয় এ পুরস্কার। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ.ম. রেজাউল করিম এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে শারমিন আক্তার বিজয়ীদের পক্ষে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও এর কার্যক্রমের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সমবায়, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক চাষ, বনায়ন, গবাদি পশু পালন এবং মাছ চাষে অবদানের জন্য ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু

▶ পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

বঙ্গবন্ধু জাতীয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২৫ ও ১৪২৬ বিতরণ করেন। বাংলা ১৪২৫ সালের জন্য ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা ১৪২৬ সালের জন্য ২১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেয়া হয়।

নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি স্বর্ণপদক, পঁচিশটি ব্রোঞ্জ পদক এবং ষোলটি রৌপ্য পদক বিতরণ করা হয়। স্বর্ণপদক বিজয়ীদের প্রত্যেককে ২৫ গ্রাম ওজনের ১৮-ক্যারেট স্বর্ণের পদকসহ এক লাখ টাকা এবং প্রতিটি রৌপ্য পদক বিজয়ী ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ২৫ গ্রাম খাঁটি রৌপ্য পদক এবং ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী পদকসহ ২৫ হাজার টাকা পেয়েছেন।

১৪২৫ বঙ্গাব্দের পুরস্কার পেলেন যারা

স্বর্ণপদক : কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজে স্বর্ণপদক পেয়েছেন বগুড়ার শেরপুরের প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. রায়হান।

রৌপ্যপদক : পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার ক্যাটাগরিতে রৌপ্যপদক পেয়েছেন পিরোজপুরের নাজিরপুরের মো. বদরুল হায়দার বেপারী। এ ক্যাটাগরিতে আরও রৌপ্যপদক পেয়েছেন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. হামিদুল হক।

পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে কৃষিতে নারীর অবদানের ক্ষেত্রে রৌপ্যপদক পেয়েছেন ঝিনাইদহ সদরের শারমিন আক্তার, প্রতিষ্ঠান-সমবায়-কৃষক পর্যায়ে উচ্চমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপনে অবদানের জন্য রৌপ্যপদক পেয়েছেন পাবনার আটঘরিয়ার মো. দুলাল মৃধা।

বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপনে রৌপ্যপদক পেয়েছেন সাভারের মো. কোব্বাদ হোসাইন ও রাজশাহীর গোদাগাড়ির মো. মনিরুজ্জামান মনির। প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পদক পেয়েছেন প্যারামাউন্ট এগ্রো লিমিটেড (রৌপ্যপদক)।

ব্রোঞ্জ পদক : কৃষি গবেষণায় রাজশাহীর তানোরের নুর মোহাম্মদ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার ক্যাটাগরিতে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ার বারেক হাওলাদার, কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজে রংপুরের বুড়িহাটের হর্টিকালচার সেন্টারের মো. মজিদুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের শফিকুল ইসলাম, নওগাঁর পোরশা উপজেলার গৌতম কুমার সাহা, রাজশাহীর পুঠিয়ার মোছা. পূর্ণিমা বেগম, ঢাকার নবাবগঞ্জের নিপু ট্রেডার্স ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

১৪২৬ বঙ্গাব্দে পুরস্কার পেলেন যারা

স্বর্ণপদক : পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার ক্যাটাগরিতে রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে পাবনার ঈশ্বরদীর মো. আমিরুল ইসলাম স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

রৌপ্যপদক : ঢাকার শেরেবাংলা নগরের মুহাম্মদ রকিবুল আহসান রনি, যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আইয়ুব হোসেন, খুলনার খালিশপুরের মোছা. হালিমা বেগম, যশোরের ঝিকরগাছার নাসরিন সুলতানা, সিলেটের আবদুল হাই আজাদ বাবলা, মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার মো. রফিকুল ইসলাম, খুলনা ডুমুরিয়ার আবুল হোসেন সরদার, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁর মো. বাবুল হোসেন।

ব্রোঞ্জ পদক : দিনাজপুরের বিরল উপজেলার সাবেক কৃষি কর্মকর্তা মো. মাহবুবার রহমান, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের মো. মকবুল হোসেন, সিরাজগঞ্জের মো. সহিদুল ইসলাম, খাগড়াছড়ির মহালছড়ির হ্লাশিং মং চৌধুরী, ময়মনসিংহের গৌরীপুরের মো. গাজী মামুদ, সিরাজগঞ্জের কামারখন্দের মো. মাহবুবুল ইসলাম, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের রিনা বেগম, নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মোমরেজ আলী, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রোস্তম আলী, পাবনার ঈশ্বরদীর মো. শাহীনুজ্জামান, বান্দরবানের তোও য়োও ম্রো, ফেনীর মো. মজিবুল হক, মুন্সীগঞ্জের সিরাজ খান, টাঙ্গাইলের মধুপুরের ছানোয়ার হোসেন, রাঙ্গামাটির রাজস্থলির মো. আবদুল আউয়াল, গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের মো. শাকিল মিয়া, নড়াইলের তনিমা আফরিন এবং দিনাজপুরের রাখী দে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য-স্বাধীন দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর পরবর্তী সরকারগুলো এ পুরস্কার বাতিল করে। কিন্তু ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রবর্তিত পুরস্কারটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তাহবিল আইন-২০০৯' গঠন করে।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 13/10/2022 (Page: 01,11)

PM for boosting farm production

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday called for boosting the country's farm products to help diversify the export basket and earn more in foreign exchange, reports UNB.

"I think agricultural products can play a vital role in diversifying export basket. We must not be dependent on one or two export items only," she said.

The prime minister said this while addressing a programme organised at Osmani Memorial Auditorium to distribute Bangabandhu National Agriculture Award among 44 individuals and organisations for the Bangla years of 1425 (2018) and 1426 (2019).

She joined the event virtually from her official residence Ganabhaban.

The award recognises the outstanding contributions of the recipients in the development of the country's agriculture.

PM Hasina said that her government has been working hard to increase the agricultural products with the twin objectives of making the country self-reliant and raising the exports.

"We should always keep this in mind. We will stand on our own feet by reducing dependence on import," she said.

She said that in Bangladesh coronavirus has been contained successfully and now it is time to go for producing more food.

"Not a single inch of land should be left uncultivated. Even the roofs of the buildings have to be used food production," she said.

The prime minister also put emphasis on producing edible oil for which the country is totally dependent on others.

Noting that Bangladesh imports 90 per cent of its edible oil consumption she asked the authorities concerned to increase production of the essential cooking item in the country.

She mentioned that not long ago Bangladesh produced edible oil to meet part of the domestic consumption.

Page 11 Col 2

PM for boosting

From Page 1

"Our land is so fertile, we can do that if we want" she said.

She said her government has moved to establish 100 special economic zones across the country to save agricultural land from indiscriminate industrial use.

Referring the world leaders' apprehension that there may be famine and food scarcity in 2023, the prime minister urged all to take preparation to grow more as the country has fertile land and hardworking people to avert that kind of situation.

"We will produce our own food, this war (Russia-Ukraine) seems not to stop soon," she said.

In this connection, she said that the arms producing countries could not sell their arms during the pandemic and they are making money now through selling arms and ammunition.

"Some countries will make profit if this war can be prolonged," she said.

Unfortunately, she said, that mass people of the world are bearing the brunt of the war and its severe consequences.

Agriculture Minister Muhammad Abdur Razzaque, Fisheries and Livestock Minister SM Rezaul Karim, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Agriculture Ministry Matia Chowdhury and Agriculture Secretary Md Sayedul Islam also spoke at the programme.

Sharmin Akhter spoke on behalf of the awardees.

A documentary on the development of the agriculture in Bangladesh was screened at the programme.